শেখ হাসিনা এবং ভবিষ্যতের ইতিহাস!

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে শাহবাগ আন্দোলন এবং এই প্রসঙ্গে কাদের সিদ্দীকি, বীর উত্তম এর মতিভ্রম বা বির্বতন, এর উপর কিছু লেখা দরকার বলে ভাবছিলাম। এরই মধ্যে রাজাকার দেলোয়ার হোসেন সাঈদী'র ফাঁসি'র রায় ঘোষনা এবং জামায়াত-শিবিরের নারকীয় তান্ডবের ফলে বাংলাদেশ আজ ইতিহাসের চরম সন্ধিক্ষনে উপস্থিত। আগামী কয়েক দিন বা সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের কার্যক্রমের উপরই, সম্ভবত আগামী কয়েক দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপট তৈরী হতে যাচ্ছে।

ইতিহাসের শিক্ষাঃ বাংলাদেশের রাজনীতি'তে প্রায় একই রকম পরিস্থীতি এর আগেও সৃষ্টি হয়েছিল, ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বরে। তাই ৩রা নভেম্বরের ঘটনাবলি, ব্যার্থতা এবং তার পরর্বতী ইতিহাস থেকে র্বতমান সরকারের অনেক কিছুই শিক্ষনীয় আছে। শুধু ৩রা নভেম্বরই নয়, ইতিহাস'ও আমাদের বার বার শিক্ষা দিয়েছে, কখনো "শত্রুর শেষ রাখতে নাই"। সেই হ্যানিবল থেকে শুরু করে, মহীশুরের নবাব হায়দার আলী (টিপু সুলতানের পিতা), নবাব সিরাজউদ্দৌলা, ইরানের প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেক, বংগবন্ধু আর খালেদ মোশাররফ; সবাই মহত্ত্ব, উদারতা বা নমনীয়তা দেখাতে গিয়ে শুধু নিজের বা বংশধরদেরই প্রান বির্সজন দেন নাই, সাথে দেশ এবং জাতিকে, পরাধীনতা বা চরম দূর্যোগের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন।

এর বিপরীতে আমরা দেখতে পাই, ইতিহাস সৃষ্টিকারী নেতৃবৃন্দ যেমন, মাও সে তুং, ষ্টালিন, জামাল আব্দেল নাসের, হো চি মিন, ফিডেল ক্যাস্ট্রো বা আয়াতুল্লাহ খোমেনী এই ধরনের ভূল করেন নাই। তারা বিপ্লব বা দেশের স্বার্থে তাদের শত্রু'র শেষ রাখেন নাই। তাই সাম্রাজ্যবাদীদের এত বিরোধীতার পরেও, এই সব দেশে প্রতিবিপ্লবীরা আর সংগঠিত হতে পারে নাই। ইতিহাস যখন সৃষ্টি হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল কয়েক শত বা হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েই থাকে এবং ভবিষ্যতেও হতেও পারে। আর এই মৃত্যু নিয়ে ভবিষ্যতের ইতিহাসে কেউ মাথাও ঘামায় না।

আমাদের দেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে, আমরা দেখতে পাই ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার যদি কমপক্ষে কয়েক হাজার খুনী, র্ধষক আল বদর, রাজাকার'কে মৃত্যুদন্ড দিতেন তাহলে আমাদের দেশের ইতিহাসে র্বতমান সমস্যার মত অনেক সমস্যার'ই আর সৃষ্টী হত না। আর সত্যিই বিচিত্র আমাদের এই দেশ, বঙ্গবন্ধুর সেই উদারতার এবং ভুলের ফলে পৃথিবীতে একমাত্র এই দেশেই স্বাধীনতা বিরোধী দল আছে!

আমরা আরো দেখতে পাই, ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার পর বীর মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফ, বীর উত্তম এর অযথা সময় ক্ষেপন এবং নমনীয়তা দেখানোর ফলেই, স্বাধীনতা বিরোধীরা দ্বিতীয়বারের মত এবং অনেক বছরের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এবং তাদের অবস্থান সুসজ্জত করার সুযোগ পায়।

১৯৭৫ সালের সেই ৩রা নভেম্বরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার পর সুযোগ এবং সার্মথ্য থাকা সত্ত্বেও, মোশতাক এবং খুনী অফিসারদের হত্যা না করার জন্যই, ৭ নভেম্বর এর সৃষ্টি হয়। ক্ষমতার দ্বন্ধে সবচেয়ে কুশলী মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম পরাজিত এবং নিহত হন এবং তার কপালে 'ভারতীয় দালাল' এর কালিমা লেপন করা হয়। কারন, ইতিহাস সব সময়ই বিজয়ীরাই রচনা করে থাকেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফ সেই নভেম্বরের ভূলের মাশুল শুধুমাত্র তার জীবন দিয়েই দেন নাই, পরর্বতী দুই দশকের বেশী সময় ধরে জাতিকে সেই ভূলের মাশুল দিতে হয়েছে।

গত কয়েকদিনে জামায়াত-শিবিরের নারকীয় তান্ডবের ফলে এরই মধ্যে প্রায় দশ জনের অধিক পুলিশ সহ শখানেক মানুষ মারা গিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এরশাদের র্দীঘ শাসনামলে সরকার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-জনতার হাতে একজন পুলিশ'ও প্রান হারান নাই, কিন্তু গত কয়েকদিনে জামাত-শিবিরের হাতে দশ জনের বেশী পুলিশ প্রান হারিয়েছেন। এই কয়েকদিনেই জামাত- শিবিরের হিংস্র রূপ বেরিয়ে এসেছে।

র্বতমান সরকারের এখন আর পিছানোর উপায় নাই। আর নাই ক্ষেপন করার মত সময়। জাতির স্বাথেই সরকারের এই মুহূর্তেই অতন্ত্য কঠোর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর ফলে হয়ত আরো কয়েকশ জামাত শিবিরের পান্ডা মারা যাবে। তার ফলে এই তান্ডব বন্ধ হবে এবং, ভবিষ্যতে যে জামাত শিবিরের হাত থেকে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের জীবন রক্ষা পাবে, তা জামাত শিবিরের অতীত কার্যকলাপ থেকে নিশ্চিত করেই বলা যায়। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর, পরাজিত এবং পলায়নপর জামাত- শিবিরের র্কমী, আলবদর, রাজাকার'রা কয়েক ঘন্টার মধ্যে যে বুদ্ধিজীবি হত্যাকান্ড ঘটিয়াছিল তার থেকেই আমরা ধারনা করতে পারি, সুযোগ এবং ক্ষমতা হাতে পেলে এই দানব কি পরিমান হিংস্র এবং উন্মত্ত হতে পারে!

সম্প্রতি আমার খুবই পরিচিত এক ছোট ভাই ঢাকা থেকে ফোন করে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, জামাত-শিবিরের তান্ডবের সময় অনেক অশিক্ষিত জামাত- শিবিরের র্কমীও মারা গিয়েছেন, এই ব্যাপারে আমার মতামত কি? আমার বক্তব্য ছিল, ১৯৭১ সালেও অনেক অশিক্ষিত জামাত- শিবিরের র্কমী; আলবদর, রাজাকার' বাহিনীতে যোগ দিয়ে হত্যা, র্ধষন এবং

লুটতরাজ করেছিল। 'আইনের চোখে' কারো শিক্ষার মাত্রা কম হলেই তার অপরাধের বা শাস্তির মাত্রা কমে যায় না। শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সবাই, তাদের অপরাধের জন্য সমানভাবে দায়ী।

তাই ১৯৭১ সালের অশিক্ষিত জামাত- শিবিরের র্কমী এবং পরর্বতীতে আলবদর, রাজাকার'এ রূপান্তরিত এবং শেষ পর্যন্ত নিহতদের মত, গত কয়েকদিনে জামাত- শিবিরের নিহত র্কমী্রাই তাদের নিজেদের মৃত্যুর জন্য দায়ী। তার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, দেশে যদি ৫% জামায়াত-শিবিরের সর্মথক থাকে, তাহলে প্রায় ৮০ লাখ জামায়াত-শিবিরের সর্মথক রয়েছে। এদের সবাইকে কি মেরে ফেলতে হবে? কি উদ্ভট এবং অবাস্তব প্রশ্ন! র্বতমান অরাজকতার পিছনে শুধুমাত্র যারা সরাসরি জড়িত, তাদের কে অতিদ্রুত এবং কঠোর শাস্তি দিলেই এই তান্ডব বন্ধ করা যাবে। যদি কোন দিন সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে জামায়াত-শিবিরের সর্মথন থাকে তা হলে তারা নিব্বাচনের মাধ্যমেই (ইজিপ্টের মত) ক্ষমতায় আসতে পারবে। উল্লেখ্য সাইদ কুতুব প্রতিষ্ঠিত ইজিপ্টের মুসলিম ব্রাদারহুড'ই হচ্ছে জামাত-শিবিরের আর্দশগত প্রেরনা।

ইসলাম র্ধম, জামাত-শিবির এবং ভারতঃ বহু দশক ধরে জামাত-শিবির ইসলাম র্ধমকে রক্ষার নামে, ইসলাম র্ধমকে ব্যাবহার করে আসছে নিজেদের রক্ষা করার জন্য। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী এবং র্ধমের লেবাসধারী জামাত-শিবির প্রথম থেকেই 'শাহবাগ আন্দোলন এবং সরকার'কে নাস্তিক এবং ইসলাম বিরোধী বলে প্রচার করে অনেক সুফল পেয়েছে। এখন এর সাথে যে কোন ভাবে ভারতীয় যোগাযোগ স্থাপন কররে পারলে তো 'সোনায় সোহাগা'! সেই কারনেই শাহবাগ আন্দোলন এবং সরকারের; ভারত এবং ভারতীয় মিডিয়ার সাথে দুরত্ব বজায় রাখা অতি আবশ্যক। যে কোন ভারতীয় প্রশংসা বা সংশর্পস যে শাহবাগ আন্দোলন এবং সরকারের জন্য কতখানি ক্ষতিকারক হতে পারে তা ১৯৭৫ সালের নভেম্বরের দিকে তাকালেই পরিস্কার হয়ে যাবে।

আতংকের বিষয় হচ্ছে যে, শাহবাগ আন্দোলন এবং সরকারের সাথে জড়িত ব্যাক্তিরা মনে হয় জেগে জেগে ঘুমাচ্ছেন! মনে হচ্ছে তারা সর্ম্পূন জনবিচ্ছিন্ন, তাদের কোন ধারনাই নাই যে, কোলকাতায় শাহবাগ আন্দোলন'এর সর্মথনে গান হচ্ছে, পেট্রাপোল'এ শ্লোগান হচ্ছে; এই সব খবর ফলাও করে প্রচার করার ফলাফল কি ভয়ংকর হতে পারে, 'শাহবাগ আন্দোলন এবং সরকারের' জন্য। আওয়ামীলিগের ওয়েবসাইটে অবাক হয়ে দেখলাম ফলাও করে পোস্ট করা হয়েছে, 'আনন্দবাজার পত্রিকায় খালেদা জিয়া'কে তূলাধুনা'। এতে খালেদ জিয়ার কোন ক্ষতি হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে এই তূলাধুনা করার খবরের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকেই তূলাধুনা করা হয়েছে।

আরো অবাক গতকাল দেখলাম, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুত্র জয়, দেশে এত টি ভি চ্যানেল থাকা সত্ত্বেও, ভারতীয় টি ভি'তে সাক্ষাতকার দিয়েছেন! 'খাল কেটে কুমীর আনার' বা 'নিজের পাঁয়ে কুড়াল মারার' এর চেয়ে ভাল উদাহরন আমার মনে পড়ছে না।

সেনাবাহিনীর ভূমিকাঃ এই তান্ডব বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে মোতায়ন করা যেতে পারে, বিশেষ করে, সড়ক, রেল, বিমান পরিবহন এবং গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং রপ্তানিমূলক শিল্প'কে রক্ষা করার জন্য। অনেকেই মনে করে থাকেন বা যুক্তি দেখান যে, সেনাবাহিনী মোতায়েন করা কি উচিত হবে বা সেনাবাহিনী মোতায়েন করলে, ভবিষ্যতে সেনাবাহিনীর জন্য ক্ষমতা গ্রহনের পথ আরো প্রশস্ত হবে। পরিস্থিতী আসলে সর্ম্পূন বিপরীত, এখন সেনাবাহিনী মোতায়েন না করলে অরাজকতা আরো প্রকট আকার ধারন করবে এবং র্দীঘ স্থায়ী হবে এবং তখনই সাধারন মানুষের কাছে সেনাবাহিনীর ক্ষমতাগ্রহন একন্ত কাম্য হয়ে দাঁড়াবে। অতীতে বহু বার, প্রত্যেক সরকারের আমলেই প্রয়োজনে সেনাবাহিনী মোতায়ন করা হয়েছিল এবং কোন বারই সেনাবাহিনী সেই সূযোগে ক্ষমতা দখল করে নাই। অতীতে সেনাবাহিনী প্রতিবার ক্ষমতা দখল করেছিল, শুধুমাত্র র্দীঘস্থায়ী অরাজকতার অজুহাতেই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত এই জন্য যে, তার এই নমতীয়তা(অদক্ষতা), বা সমক্ষেপনের ফলে যদি জামাত-শিবির বা তাদের সমর্থিত শক্তি ক্ষমতায় আসে তবে তারা শেখ হাসিনা, আওয়ামী লিগ বা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির প্রতি যে বিন্দুমাত্র ঊদারতা দেখাবে না, তা উপলব্ধি করার জন্য প্রচুর কল্পনা শক্তির দরকার হয় না। প্রয়াত আহমেদ ছফা যর্থাথই বলেছিলেন, "যখন আওয়ামী লিগ বিজয়ী হয়, তখন শুধু মাত্র আওয়ামী লিগই জয়ী হয়; কিন্তু যখন আওয়ামী লিগ পরাজিত হয়, তখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব শক্তিই পরাজিত হয়"।

জাতির এই চরম সংকটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যদি সময় মত শক্ত হাতে হাল ধরতে ব্যর্থ হন, তবে ভবিষ্যতের ইতিহাসে তার স্থান হবে খালেদ মোশাররফ'এর পাশে, তা বলাই বাহুল্য।

নাজমুল আহসান শেখ, ৬ মর্চ ২০১৩ সিডনী,